তারিখ ৪/১০/২০০০
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

30

ভোরের কাগজ

# শিক্ষকদের টাকার বিনিময়ে সুযোগ করে দেওয়া হয় গণনকলের

## আবেদনকারী বিএড-বিপিএড কলেজগুলো ঘুষ দিয়ে ম্যানেজ করে পরিদর্শন রিপোর্ট

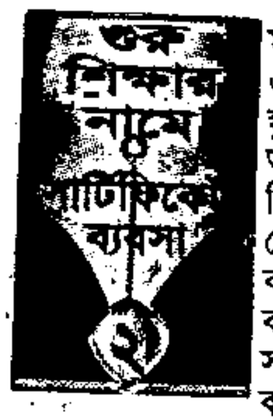




মানস ঘোষ : বিএড ডিগ্রি থাকলে স্কুলে চাকরি এবং উচ্চতর বেতন স্কেল পাওয়া যায়। তাই স্কুলের শিক্ষক এবং ভবিষ্যতে যারা এ পেশায় আসতে আগ্রহী তারা বাধ্য হয়ে ১০ মাসের এই বিএড ডিগ্রির সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য যেকোনো পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন কলেজে নাম লেখান। আর এ কারণেই বিএড কলেজ ব্যবসা লাভজনক হয়ে উঠেছে। সরজমিন খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এসব কলেজে প্রশিক্ষণার্থীদের ক্লাস করার প্রয়োজন হয় না। কলেজ কর্তৃপক্ষ ক্লাস না করানোর ব্যাপারেই বেশি উৎসাহী। তাতে শিক্ষকদের বেতন দিতে হয় না। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হয় না। কলেজ কর্তৃপক্ষ টাকার বিনিময়ে প্রশিক্ষণার্থীকে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার নম্বর বণ্টন করে দেয়। যা মূল পরীক্ষার সঙ্গে যোগ হয়। এভাবে ক্লাস না করে গোঁজামিল দিয়ে প্রশিক্ষণ শেষ করার পর প্রশিক্ষণার্থীরা রীতিমতো অসহায়ভাবে ফাইনাল পরীক্ষায় উপস্থিত হন। কলেজ কর্তৃপক্ষ তখন শেষবারের মতো অর্থ আদায় করে নেয় পরীক্ষার্থীকে নকল করার সুযোগ দিয়ে।

গণনকলের অভিযোগে গত এপ্রিলে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেন্দ্র পরিবর্তন করে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ঢাকার বাইরে অনেক জায়গায় চেষ্টা করেও এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। এভাবে প্রশিক্ষণ না নিয়ে, ক্লাস না করে গণনকল করে বেসরকারি পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ চলছে। লাগামহীনভাবে অনুমোদন দেওয়ায় এখন কর্তৃপক্ষ সব জানার পরও এর কোনো প্রতিকার করতে পারছে না।

নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করার পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত কলেজের একাডেমিক ও ভৌত সুবিধা পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটি পরিদর্শন টিম গঠন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ও বাইরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত দুই বা ততোধিক সদস্যের এই পরিদর্শন টিমের রিপোর্টের ভিত্তিতে অধিভুক্তি কমিটি, একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেট একটি কলেজকে অধিভুক্তি দেয়।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, এ যাবৎ ৯৯ ভাগ পরিদর্শন টিমের প্রতিবেদনই প্রস্তাবিত কলেজের পক্ষে গিয়েছে। গাজীপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এটি একটি ওপেন সিক্রেট যে, প্রস্তাবিত কলেজের চালচুলো না থাকলেও মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে এ জাতীয় পরিদর্শন রিপোর্ট 'ম্যানেজ' করা যায়। এছাড়াও কলেজ অধিভুক্তির ক্ষেত্রে এলাকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালীদেরও চাপ থাকে।

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

# শিক্ষকদের টাকার বিনিময়ে সুযোগ করে দেওয়া হয় গণনকলের

● প্রথম পাতার পর

অধিভুক্তি লাভের আগেই শুধুমাত্র আবেদন করেই প্রস্তাবিত কলেজ জালিয়াতি ও প্রতারণা শুরু করে দেয়। এসময় তারা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে অবৈধভাবে ভর্তি কার্যক্রম চালিয়ে যায়। বিভিন্ন সূত্রে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এভাবে একটি কলেজে ২০০ ছাত্র ভর্তি করতে পারলে গড়ে ১৫ হাজার টাকা করে মোট ৩০ লাখ টাকা সংগ্রহ করা যায়। এই টাকারই একটা অংশ ভাগবাঁটোয়ারা করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধিভুক্তি পাওয়া নিশ্চিত করা হয়। অবৈধভাবে ভর্তি করা শিক্ষার্থীদেরকে বিশেষ বিবেচনায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা একাডেমিক কাউন্সিলকে দিয়ে পাস করিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারাই করে থাকেন।

অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে এসব অবৈধ কলেজের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি জারি করে থাকে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এরপর আর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।

অধিভুক্তি লাভের পর এই কলেজগুলোর পরিচালনাও স্বচ্ছ থাকে না। নিয়ম অনুযায়ী এ জাতীয় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও সরকার মনোনীত একজন সভাপতি, ৫ জন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিসহ ৯ সদস্যের একটি গভর্নিং বডি দ্বারা পরিচালিত হওয়ার কথা। কিন্তু অধিকাংশ কলেজে এই নিয়ম মানা হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এই বাস্তবতার কথা স্বীকার করে বলেছেন, যেসব কলেজ নিয়ম মানছে না সেগুলোতে গভর্নিং বডি গঠনের জন্য তাগাদা দেওয়া হয়েছে।

এরকম তাগাদা পাওয়া কলেজগুলো হলো : এডুকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, অলিম্পিয়া ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্যাল এডুকেশন, ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি এবং এম.এ. রউফ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, গোপালগঞ্জ। এই চারটি কলেজ পরিচালিত হয় ড. আজিজুর রহমান ট্রাস্ট নামে অভিনব পন্থায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র জানায়, এই চারটি প্রতিষ্ঠানের মালিক জনৈক ড. এম আজিজুর রহমান এবং তার স্ত্রী ইয়াসীন আরা। গোপালগঞ্জের প্রতিষ্ঠানটি ছাড়া বাকি তিনটি উত্তরায় একটি নির্দিষ্ট ঠিকানায় অধিভুক্তি পায়। বর্তমানে বিএড কলেজ, এডুকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারি পর্যায়ে এ প্রতিষ্ঠানটিকেই একমাত্র এমএড কোর্স পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে) ফার্মগেট শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই পুরো কাজটিই বিশ্ববিদ্যালয় আইনের পরিপন্থী।

উল্লিখিত কলেজগুলোর একটিরও নিজস্ব জমি বা ক্যাম্পাস নেই। উপরন্তু এই ট্রাস্ট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ এবং কম্পিউটার সায়েন্সে অনার্স পড়ানোর জন্য অধিভুক্ত ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন টেকনোলজিতে তারা ভারতের পন্ডিচেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ ও কম্পিউটার কোর্স পরিচালনা করে আসছে। বিভিন্ন পত্রিকায় এজন্য বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গত ৬ জুলাই এক প্রজ্ঞাপন জারি করে জানিয়েছে, একই ক্যাম্পাসে একই নামে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের কার্যকলাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিবিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ঐদিনই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন ড. আতফুল হাই শিবলী, ডীন ড. এস.এম. মাহবুব উল-হক মজুমদার এবং অধ্যাপক কাজী মোস্তাইন বিল্লাহকে সদস্য করে এ বিষয়ে তদন্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়। জানা গেছে, গত তিন মাসেও এই কমিটি কোনো কাজ করেনি। বরং ড. আজিজ দম্পতিরই মালিকানাধীন গোপালগঞ্জের ছাবিরা রউফ ফিজিক্যাল এডুকেশন কলেজকে ১৫০ আসনের বরাদ্দ দিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চলতি ২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষে অধিভুক্তি দিয়েছে।

অধিভুক্ত কলেজগুলোতে গভর্নিং বডি না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় যেমন কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে না, তেমনি গভর্নিং বডির সদস্যদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে একটি কলেজ একাধিক ক্যাম্পাসে ভাগ হয়ে গেলেও প্রশাসন নীরব থাকে। জানা গেছে, সাধারণত টাকা পয়সার ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে এই বিভক্তি দেখা দেয়। যেমন গত বছর অধিভুক্তি লাভের পূর্বেই পটুয়াখালীর দক্ষিণবঙ্গ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ দুটি ক্যাম্পাসে ভাগ হয়ে যাওয়ার পর এ বছর বিশ্ববিদ্যালয় একই নামে এ দুটি কলেজকে অধিভুক্তি দিয়েছে। একইভাবে ভাগ হয়ে গেছে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ (বেসরকারি) ময়মনসিংহ এবং ঢাকার মিরপুরের শেখ ফজিলাতুননেছা টিটি কলেজ। উপাচার্য জানিয়েছেন, ময়মনসিংহের কলেজটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং ফজিলাতুননেছার বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে।

জানা গেছে, কলেজগুলোর বৈধ ক্যাম্পাসে বৈধ গভর্নিং বডি নেই। আবার বৈধ গভর্নিং বডি কাজ করছে অবৈধ ক্যাম্পাসে। কিন্তু অনুমোদন না থাকলেও উভয় ক্যাম্পাসে এ বছরও প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি করা হয়েছে। বিষয়টি এখন পর্যন্ত নিষ্পত্তি না হলেও আগামী বছর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঠিকই মানবিক কারণ দেখিয়ে এদেরকে পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেবেন বলে বিশ্ববিদ্যালয়েরই একটি সূত্র জানিয়েছে। অবশ্য উপাচার্য জানিয়েছেন, এ বছর আর মানবিক কারণে কাউকে পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া হবে না।